৪৩ তম BCS প্রিলি

ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ১১

Topic:

সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ, তফসীল ও সংশোধনীসমূহ

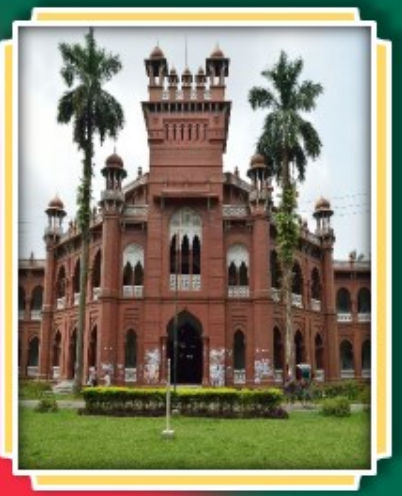

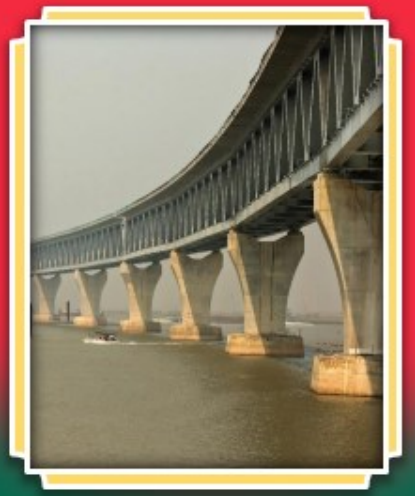
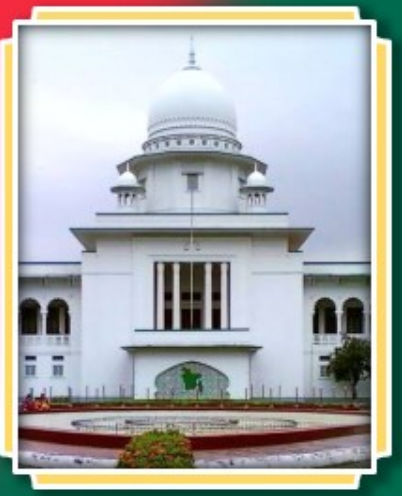

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

আলোচ্য বিষয়

সংবিধান

- বিভিন্ন রিট
- সংবিধানের সংশোধনী আইন এবং অধ্যাদেশ ও অন্যান্য।

নির্বাহী বিভাগ

- রাষ্ট্রপতি
- প্রধানমন্ত্রী
- মন্ত্রীপরিষদ

আইন বিভাগ

- আইন প্রণয়ন
- সংসদের কার্যপ্রণালী
- বিধি

বিচার বিভাগ

- সংসদ সচিবালয়
- সুপ্রিম কোর্ট

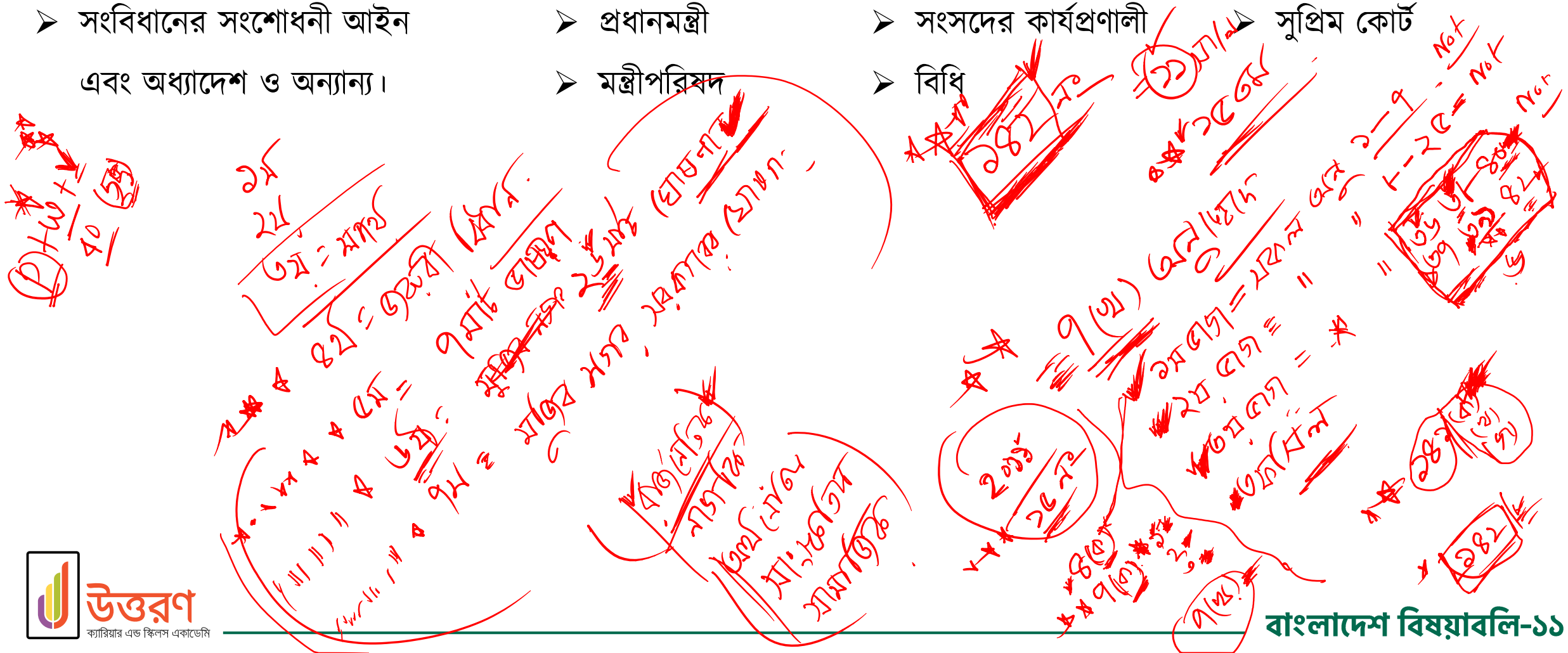

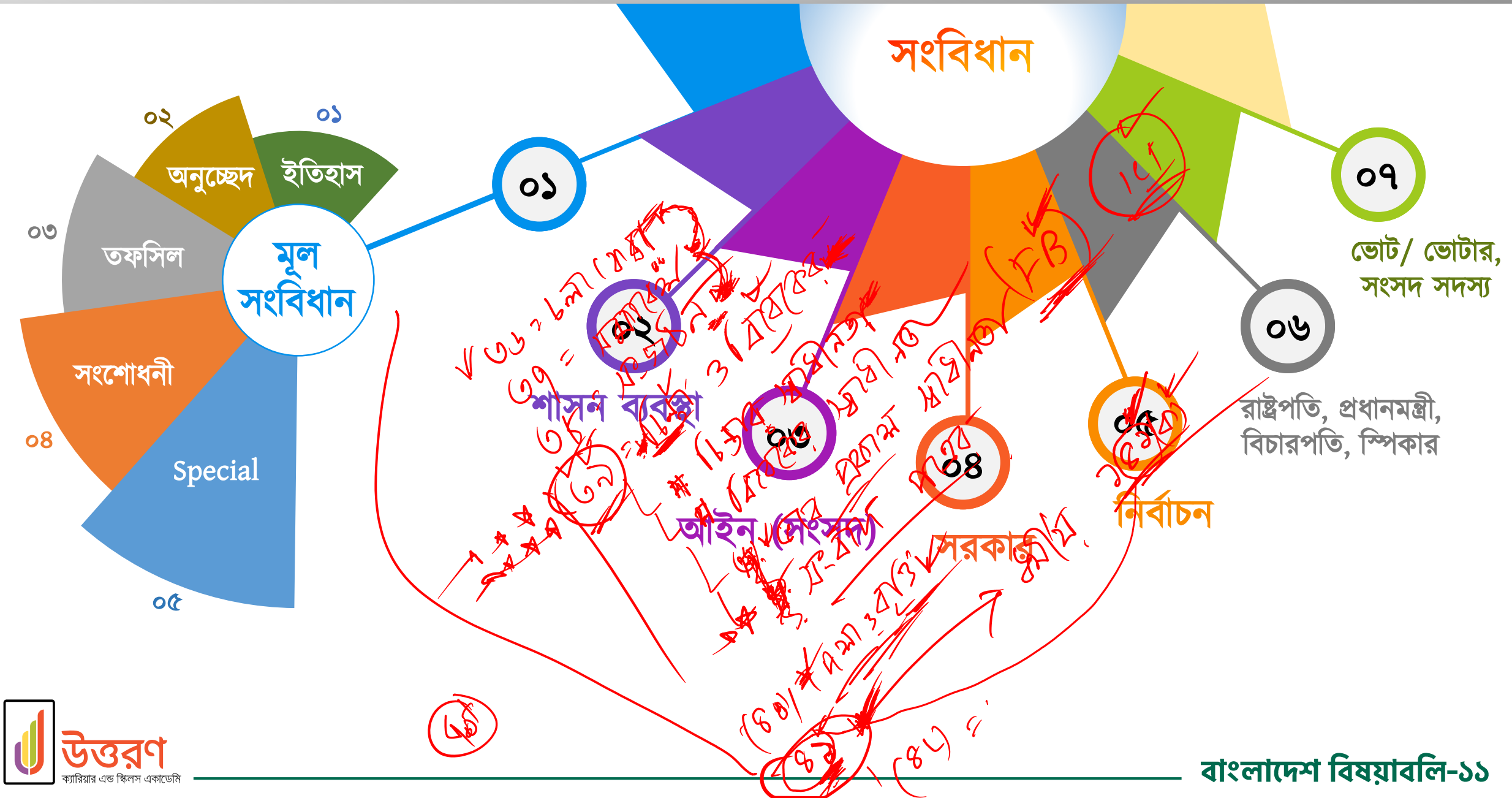
সংবিধান
০১
ইতিহাস
০২
অনুচ্ছেদ
০৩
তফসিল
০৪
সংশোধনী
০৫
Special
মূল সংবিধান
০১
০২
শাসন ব্যবস্থা
০৩
আইন (সংসদ)
০৪
সরকার
০৫
নির্বাচন
০৬
রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিচারপতি, স্পিকার
০৭
ভোট/ ভোটার, সংসদ সদস্য

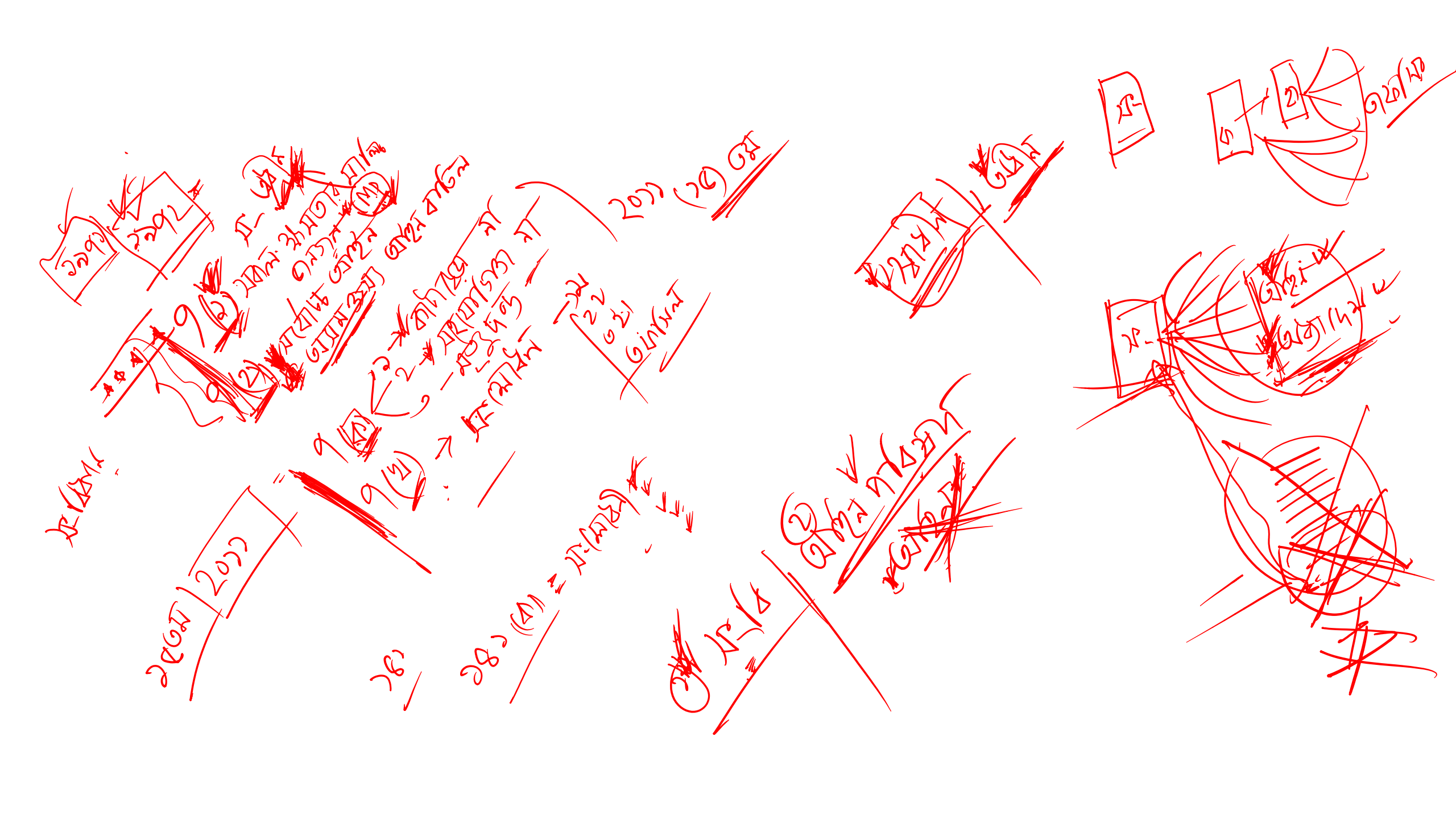

এক নজরে সংবিধানের অনুচ্ছেদসমূহ

১। প্রজাতন্ত্র
২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা
২ (ক)। রাষ্ট্রধর্ম
৩। রাষ্ট্রভাষা
৪ (ক)। জাতির পিতার প্রতিকৃতি
৫। রাজধানী
৬। নাগরিকত্ব
৭। সংবিধানের প্রাধান্য
৮। মূলনীতিসমূহ
৯। জাতীয়তাবাদ
১০। সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি
১১। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার
১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
১৭। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা
২২। নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ

২৩ (ক)। উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি
২৭। আইনের দৃষ্টিতে সমতা
৩৯। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা
৪১। ধর্মীয় স্বাধীনতা
৫৫। মন্ত্রিসভা
৪৮। রাষ্ট্রপতি
৬৪। অ্যাটর্নি-জেনারেল
৬৫। সংসদ-প্রতিষ্ঠা
৭৭। ন্যায়পাল
৯৪। সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা
১১৮। নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা
১২২। ভোটার-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা
১২৭। মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা
১৩৭। কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা
১৪১ (ক)। জরুরী-অবস্থা ঘোষণা
১৪২। সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা

রিট

মৌলিক অধিকার বলবৎ করণ: সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের জন্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মামলা রুজু করার অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। নাগরিকগণের সমৌলিক অধিকার লঙ্ঘন বা অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে নাগরিকগণ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রীট আবেদনের মাধ্যমে প্রতিকার পেতে পারেন। ১০২ নং অনুচ্ছেদ বিশ্লেষন করে নিম্নরূপ ৫ প্রকার রিট পাওয়া যায় যেগুলো দ্বারা নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা যায়।

১. Writ of Habeas corpus (বন্দী প্রদর্শন রিট):

Habeas corpus অর্থ হল To have a body before the court. অর্থাৎ বন্দী ব্যক্তিকে স্বশরীরে হাজির করা।

কোন ব্যক্তিকে সরকার বা অন্য কেউ আটক করলে কি কারনে তাকে আটক করা হয়েছে তা জানার জন্য বন্দীকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিয়ে উচ্চতর আদালত আটককারীকে যে আদেশ দিয়ে থাকেন, তাকে বন্দী প্রদর্শন রীট বলে। বৈধ কারণ ব্যতীত আটককে বাধাদান তথা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার জন্য এ রীট জারি করা হয়। আইন সঙ্গতভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক করা না হলে আদালত এই রীটের মাধ্যমে বন্দীকে মুক্তির নির্দেশ দিতে পারে।

২. Writ of Mandamus (হুকুম জারী রিট):

Mandamus অর্থ হল 'We command' অর্থাৎ ‘আমরা আদেশ বা হুকুম করছি’।

কোন অধঃস্তন আদালত, ট্রাইব্যুনাল, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি তার আইনগত দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করে কিংবা ব্যর্থ হয় তাহলে উচ্চতর আদালত যে আদেশের মাধ্যমে উক্ত আইনগত দায়িত্ব পালন করতে উক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনালকে বাধ্য করে, তাকে হুকুম জারী রীট বলে।

৩. Writ of Prohibition (নিষেধাজ্ঞামূলক রিট)

কোন অধঃস্তন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি তার এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করতে উদ্যত হয়েছে কিংবা Principle of Natural Justice (স্বাভাবিক ন্যায়নীতি) ভঙ্গ করতে যাচ্ছে, এ অবস্থায় উচ্চতর আদালত যে রীটের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে উক্ত কাজ করা থেকে বিরত রাখেন তাকে নিষেধাজ্ঞামূলক রীট বলে।

৪. Writ of Certiorari (উৎপ্রেষণমূলক রিট):

Certiorari এর অর্থ হল "To be certified" বা বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া।

কোন আদালত, ট্রাইব্যুন্যাল বা কোন ব্যক্তি বা কোন সংস্থা যদি তার আইনগত ক্ষমতাকে লংঘন করে কিংবা Principle of Natural Justice যদি ভঙ্গ করে তবে উচ্চতর আদালত যে আদেশের মাধ্যমে উক্ত কাজকে নাকচ করে দেয় তাকে উৎপ্রেষণমূলক রীট বলে।

৫. Writ of Quo Warranto (কারণ দর্শাও রিট)

Quo Warranto অর্থ হলো By what warrant or authority বা "কোন অধিকারে?"

কোন ব্যক্তি যদি কোন সরকারী পদ দাবী করে, সে পদের যোগ্যতা তার নেই অথবা অবৈধভাবে যদি কোন সরকারী পদ দখল করে বসে থাকে, তাহলে উচ্চতর আদালত যে আদেশের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তিকে তার পদ দখলের বা দাবীর কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়ে থাকে তাকে কারণ দর্শানোর রীট বলে। এই রীটের মাধ্যমে উচ্চতর আদালত উক্তরূপ দাবীর বৈধতা অনুসন্ধান করে এবং দাবী বা দখল যদি অবৈধ প্রমাণিত হয় তাহলে আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পদচ্যুত করার নির্দেশ দিতে পারে।

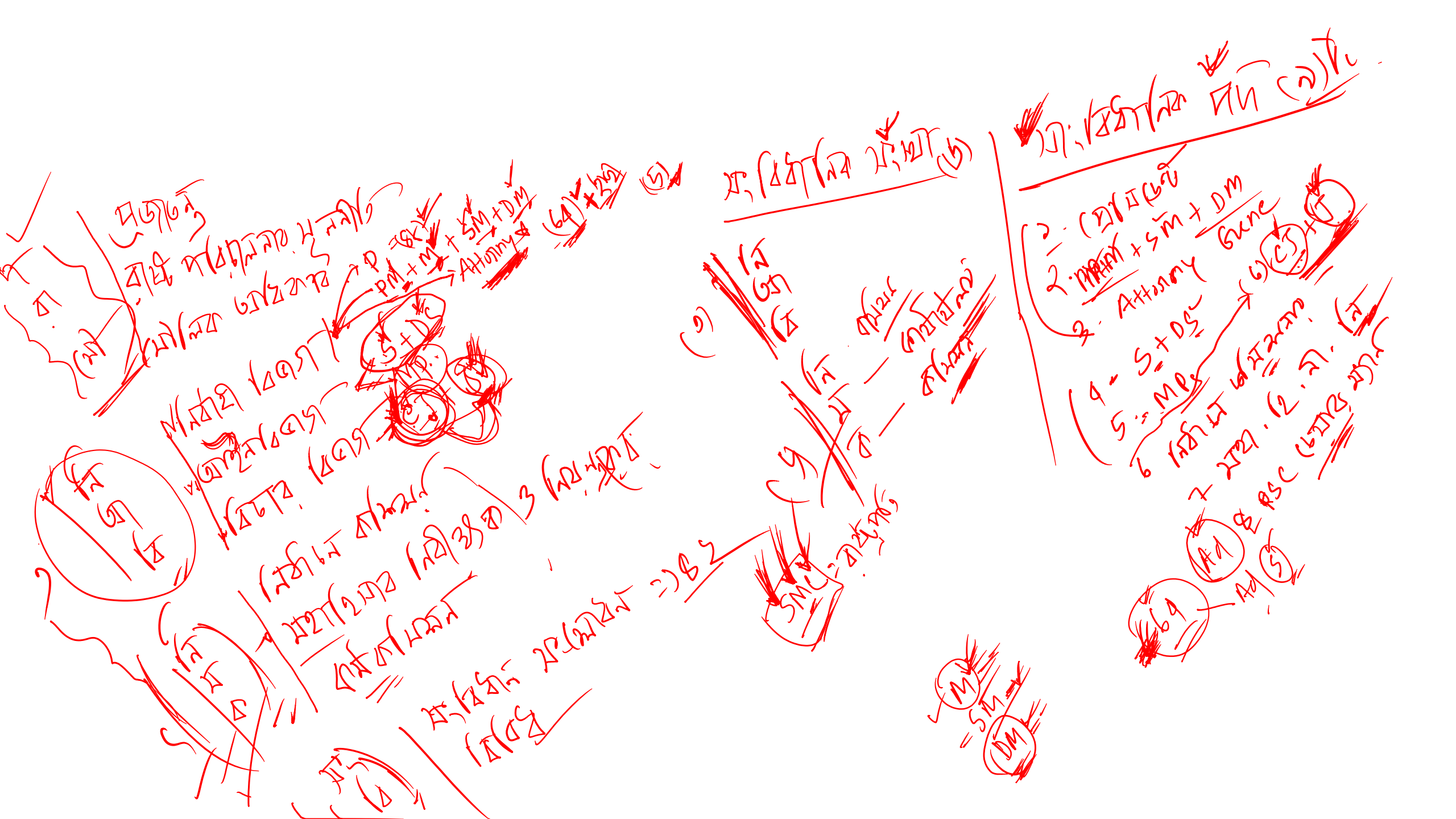

বাংলাদেশের সংবিধান ও সাংবিধানিক পদসমূহ

বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে ৯ টি সাংবিধানিক পদ ও ৭ টি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আছে।

সাংবিধানিক পদসমূহ

১. রাষ্ট্রপতি
২. প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী
৩. স্পিকার এবং ডেপুটি স্পিকার
৪. সংসদ সদস্যগণ
৫. প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতি
৬. নির্বাচন কমিশনার
৭. অ্যাটর্নি জেনারেল
৮. সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান
৯. মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

সাংবিধানিক সংস্থা

১. নির্বাহী বিভাগ বা শাসন বিভাগ
২. আইন বিভাগ
৩. বিচার বিভাগ
৪. নির্বাচন কমিশন
৫. সরকারী কর্মকমিশন
৬. অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়
৭. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

আইন ও অধ্যাদেশ

আইন : আইন বলতে সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়ম কানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। আইন মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রণয়ন করা হয়। আইন দ্বারা ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির, ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়। রাষ্ট্র বা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন প্রণয়ন করা হয়।

অধ্যাদেশ: অধ্যাদেশ-ও একপ্রকার আইন তবে তা তাৎক্ষণিকভাবে সংবিধান স্বীকৃত নয়। অধ্যাদেশ গ্রহণ ও স্বীকৃতির দ্বারা তা আইনে পরিণত হয়। সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় বা অধিবেশন না থাকাকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রে প্রতিকৃত পরিস্থিতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত যা জনকল্যাণকর এমন নীতিমালা গ্রহণ-এই অধ্যাদেশ। অধ্যাদেশ আইন নয় তবে স্বীকৃতির দ্বারা তা আইনে পরিণত করা যায়।

আইন ও অধ্যাদেশের মধ্যে পার্থক্য

আইন	অধ্যাদেশ
১. আইন সংবিধান স্বীকৃত ও জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়।	১. অধ্যাদেশ জাতীয় সংসদকর্তৃক সরাসরি গৃহীত নয় এটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সরাসরি প্রণয়ন ও জারি করা হয়।
২. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন দ্বারা তা পাশ করা হয়।	২. অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনুমোদনের প্রয়োজন পড়ে না কারণ এটি সরাসরি রাষ্ট্রপতির কর্তৃক গৃহীত।
৩. আইন প্রণয়ন কালে জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলমান থাকে।	৩. অধ্যাদেশ প্রণয়ন কালে জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত থাকে।
৪. আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জরুরি কোনো বিধিবিধানের প্রয়োজন হয় না। তা বিশেষ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।	৪. অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে গৃহীত হয়।
৫. সংবিধানের পঞ্চমভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৮০ নং অনুচ্ছেদে আইন প্রণয়ন পদ্ধতির উল্লেখ আছে।	৫. সংবিধানের পঞ্চমভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৯৩ নং অনুচ্ছেদে অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতার উল্লেখ আছে।
৬. আইন প্রণয়নের জন্য সংসদ সদস্যদের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।	৬. অধ্যাদেশ প্রণয়নে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
৭. আইন প্রণয়ন শর্তাধীন।	৭. কিন্তু অধ্যাদেশ প্রণয়ন শর্তসাপেক্ষ।

চতুর্থ ভাগঃ বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ (THE EXECUTIVE) (৪৮-৬৪)

Constitution Part-IV (The Executive)
Chapter-1: The President
Chapter-2 : The Prime Minister & The Cabinet

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা নিয়ে নির্বাহী বিভাগ গঠিত।
আইন অনুযায়ী President রাষ্ট্রের প্রধান এবং শাসন বিভাগের প্রধান। কারণ-

- প্রথমত, President রাষ্ট্রপ্রধান রূপে (As Head of State) অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন **[অনুচ্ছেদ-৪৮(২)]**।
- দ্বিতীয়ত, সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে **[অনুচ্ছেদ-৫৫(৪)]** বলে প্রকাশ করা হবে (expressed)।

তত্ত্বগতভাবে, রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের শাসন বিভাগের প্রধান কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের প্রকৃত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিসভার উপর। কারণ-

- প্রথমত, **উপ-অনুচ্ছেদ ৪৮(৩)** তে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতির নিয়োগ ব্যতীত রাষ্ট্রপতি সকল দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে করবেন।
- দ্বিতীয়ত, **উপ-অনুচ্ছেদ ৫৫(২)** তে বলা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা অথবা তার কর্তৃত্বে প্রয়োগ করা হবে। (Exercised)
- অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি- (Titular executive)

প্রধানমন্ত্রী- (Real executive)

নদী P.৭ [illegible] (৮)

[illegible] = ১১ (৩) নদী [illegible]

২২ (২) নদী [illegible]

[illegible]

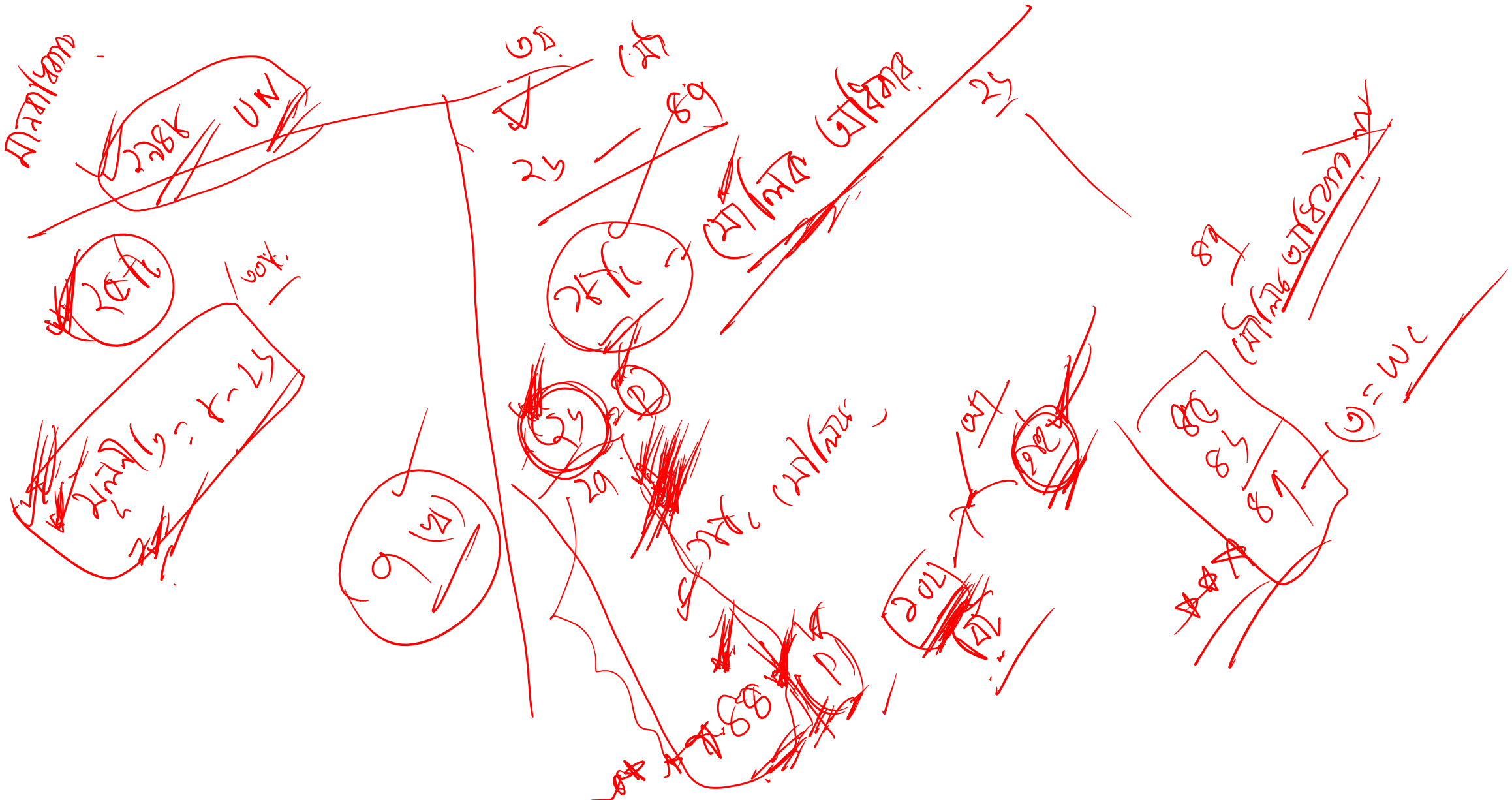

চতুর্থ ভাগঃ বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ (THE EXECUTIVE) (৪৮-৬৪)

রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা ও (অনুচ্ছেদ-৪৮)

১। তিনি অনুন্য ৩৫ বছর বয়স্ক হবেন।
২। তার জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা থাকতে হবে।
৩। তিনি পূর্বে কখনো রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারিত হননি।

৪৮(১) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

অনুচ্ছেদ-৫০ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ ৫ বছর। তবে রাষ্ট্রপতি তার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। মেয়াদ অবসানের পূর্বে রাষ্ট্রপতি স্পীকারের নিকট স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারেন।

অনুচ্ছেদ-৫১ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোন কাজ করলে বা না করলে সে জন্য তাকে কোন আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না: তবে সংক্ষুদ্ধ কোন ব্যক্তি সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারিবে। সরাসরি রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না। রাষ্ট্রপতির কার্যভারকালে তার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা বা চাল করা যাবে না এবং তাকে গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য আদালত থেকে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ-৫৪ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিত বা অন্য কোন কারনে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত বা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত জাতীয় সংসদের স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

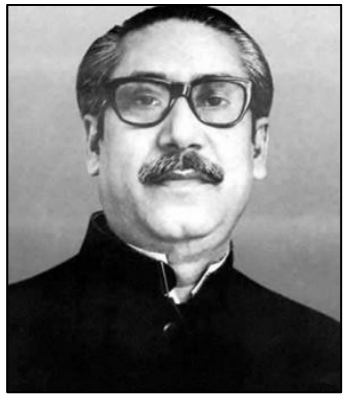

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি
শেখ মুজিবুর রহমান

চতুর্থ ভাগঃ বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ (THE EXECUTIVE) (৪৮-৬৪)

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি

- ❑ নির্বাহী ক্ষমতা (Executive Power)
- ❑ আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Power)
- ❑ অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Power)
- ❑ বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা (Judicial Power)
- ❑ বিবিধ ক্ষমতা (Miscellaneous Power)

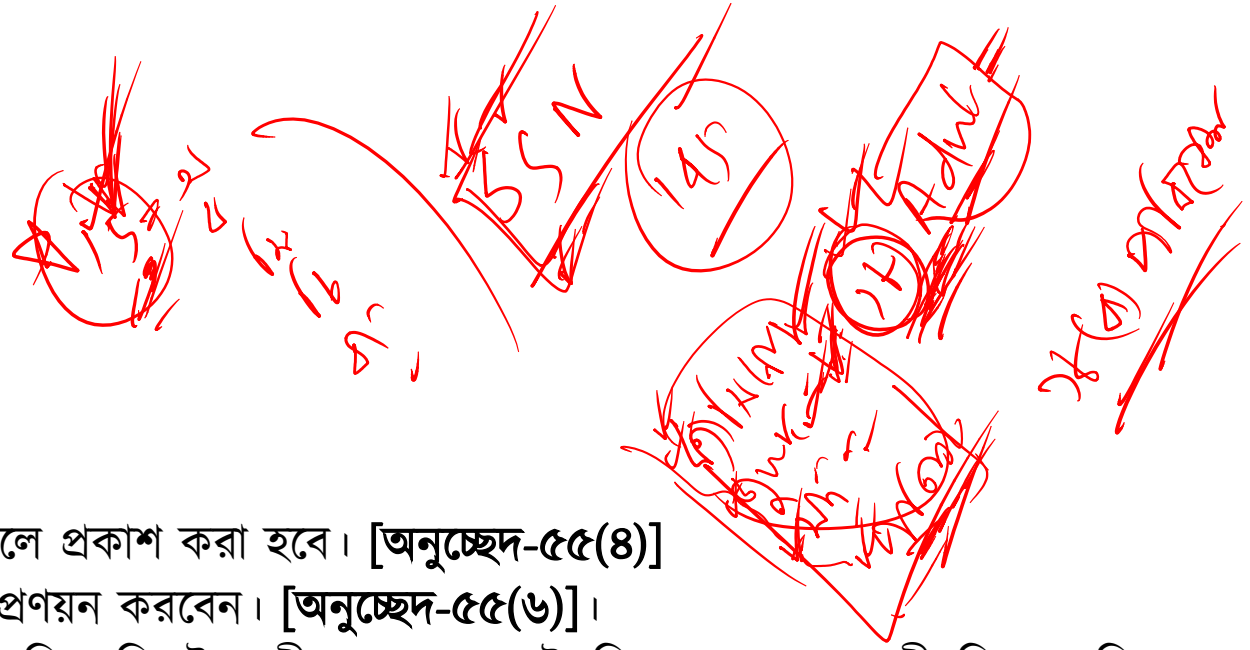

নির্বাহী ক্ষমতা (Executive Power)

১। প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে। **[অনুচ্ছেদ-৫৫(৪)]**

২। রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলি বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করবেন। **[অনুচ্ছেদ-৫৫(৬)]**।

৩। যে সংসদ সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয়, রাষ্ট্রপতি তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিবেন। **[অনুচ্ছেদ-৫৬(৩)]**

৪। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রীকে নিয়োগ দিবেন। **[অনুচ্ছেদ-৫৬(২)]**।

৫। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগের সর্বাধিনায়ক। **[অনুচ্ছেদ-৬১]**

৬। রাষ্ট্রপতি স্বাধীনভাবে প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দিবেন। **[অনুচ্ছেদ-৯৫]**

৭। প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার, মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ দান করবেন।

চতুর্থ ভাগঃ বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ (THE EXECUTIVE) (৪৮-৬৪)

আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা (Legislative Power)

১। প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত করবেন এবং সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারবেন। **[অনুচ্ছেদ-৭২]**

২। রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান ও বাণী প্রেরণ করতে পারবেন। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর এবং প্রত্যেক ইংরেজী বছরের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করবেন। **[অনুচ্ছে-৭৩]**

৩। সংসদ কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিবেন। তার সম্মতি ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। **[অনুচ্ছেদ-৮০]**

৪। সংসদ অধিবেশনে না থাকা কালে কিংবা সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মনে করলে অধ্যাদেশ জারী করতে পারেন। **[অনুচ্ছেদ-৯৩]**

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা (Financial Power)

১। কোন অর্থ বিল বা অর্থ সংক্রান্ত বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যাবে না। **[অনুচ্ছেদ-৮২]**

২। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন মঞ্জুরী দাবী করা যাবে না। **[অনুচ্ছেদ-৮৩(৩)]**

৩। সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরীর জন্য রাষ্ট্রপতি সংযুক্ত তহবিল থেকে প্রয়াজনীয় ব্যয় নির্বাহ করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে তাঁকে ক্ষেত্রতম সম্পূরক ও অতিরিক্ত বাজেট সংসদে পেশ করতে হবে। **[অনুচ্ছেদ-৯১]**

বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা (Judicial Power)

➢ বাংলাদেশের যেকোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কোন ব্যক্তিকে যে সাজাই প্রদান করুক না কেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই তাকে বেকসুর খালাস বা সাজা কমিয়ে দিতে পারেন। **[অনুচ্ছেদ-৪৯]**

বিবিধ ক্ষমতা (Miscellaneous Power)

- যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে বাংলাদেশ বা এর যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ঘোষণার বৈধতার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে।
- রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার এবং প্রধান বিচারপতির শপথ বাক্য পাঠ করান।
- রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কার্য বিভাগের সর্বাধিনায়ক।
- তার কর্ম অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশের কোন নাগরিক বিদেশী রাষ্ট্র কর্তক প্রদত্ত কোন উপাধি বা পদবী বা সম্মান গ্রহণ করতে পারবে না। তিনি সকল জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

রাষ্ট্রপতির অপসারণ

মেয়াদ অবসানের পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে ২টি কারণে অপসারণ করা যায়।

১। অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারণ: **৫২ নং অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারণের বিধান করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে যখন সংবিধান লঙ্ঘন কিংবা গুরুতর অসদাচারনের জন্য Parliament কর্তৃক অপসারণ করা হয় তখন তাকে অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারণ বলে।

২। অসামর্থ্যের কারণে অপসারণ: **৫৩ নং অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যের কারনে তার পদ থেকে অপসারণ করা যায়।

রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে প্রধান

- বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক
- পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর
- বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
- বাংলাদেশ স্কাউট
- এশিয়াটিক সোসাইটি

চতুর্থ ভাগঃ বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ (THE EXECUTIVE) (৪৮-৬৪)

Prime Minister and the Cabinet

মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রী পরিষদই হলো সরকার বা শাসন বিভাগ। এই শাসন বিভাগ তথা মন্ত্রী পরিষদ যৌথভাবে আইন পরিষদের নিকট তার কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকে। অর্থাৎ যখনই মন্ত্রী পরিষদ আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থা হারায় তখনি সমগ্র মন্ত্রী পরিষদ তথা সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়।

৫৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রীসভা থাকবে ও তিনি যেরূপ স্থির করবেন সেরূপ অন্যান্য মন্ত্রী নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে।

৫৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন এবং তিনি যেরূপ নির্ধারন করবে সেরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী থাকবে। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীগণকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিবেন, তবে তাদের সংখ্যার ৯ দশমাংশ এম.পি. দের মধ্য হতে নিযুক্ত হবেন এবং ১ দশমাংশ এম.পি. হবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হতে মনোনীত হতে পারে। যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন বলে President এর নিকট প্রতীয়মান হবে রাষ্ট্রপতি তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।

৫৭ নংঅনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী পদ শূন্য হতে যদি তিনি President এর Resign Letter প্রদান করেন অথবা তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন, সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন। প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

৫৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী যে কোন সময় কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে অনুরোধ করতে পারেন এবং তিনি অনুরোধ পালনে ব্যর্থ হলে তিনি উক্ত মন্ত্রীকে অপসারণ করার জন্য President কে পরামর্শ দিবেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা স্বীয় পদে বহাল না থাকলে প্রত্যেক মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন বলে গন্য হবে।

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তার অধীন বিভাগ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান

মন্ত্রণালয়	অধীন বিভাগ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান
১. রাষ্ট্রপতির কার্যালয় (President's Office)	জন বিভাগ, আপীল বিভাগ।
২. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (Prime Minister's Office)	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিনিয়োগ বোর্ড, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA), NEC, NICAR
৩. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (Ministry of Public Administration)	বাংলাদেশ সরকারি ছাপাখানা।
৪. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (Ministry of Expatriates Welfare & Overseas Employment)	বোয়েসেল (BOESL), বায়রা (BAIRA)।

POLL QUESTION-01

➲ নির্বাহী ব্যবস্থা কার নামে গৃহীত হয়?

(a) রাষ্ট্রপতি

(b) প্রধানমন্ত্রী

(c) সংসদ

(d) রাষ্ট্র

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ

পঞ্চম ভাগ: বাংলাদেশের আইন বিভাগ (৬৫-৯৩)

আইন বিভাগ: আইন পরিষদ (The legislature) বলতে জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সেই সাংবিধানিক সংস্থাকে বোঝায় যা একটি দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করে এবং অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে এবং যা সংবিধান কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করে।

আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইনকে শাসন বিভাগ কার্যকর করে এবং বিচার বিভাগ আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করে।

বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম ভাগ আইনসভা ৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।
১ম পরিচ্ছেদ: সংসদ
২য় পরিচ্ছেদ: আইন প্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি
৩য় পরিচ্ছেদ: অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা

১ম পরিচ্ছেদ: সংসদ

অনুচ্ছেদ-৬৫ অনুযায়ী

- বাংলাদেশের আইন পরিষদের নাম জাতীয় সংসদ। ইহা এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা (unicameral legislature)।
- বাংলাদেশের ৩০০টি একক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ৩০০ জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন এবং ৫০টি আসন মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।
- রাজধানীতে সংসদের আসন থাকবে।

অনুচ্ছেদ-৭৪ অনুযায়ী সংসদে একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার থাকেন এবং তাঁরা সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

পঞ্চম ভাগ: বাংলাদেশের আইন বিভাগ (৬৫-৯৩)

সংসদ সদস্য পদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

যোগ্যতা: অনুচ্ছেদ-৬৬(১)

১। তাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
২। তার বয়স ২৫ বৎসর পূর্ণ হতে হবে।

অযোগ্যতা: অনুচ্ছেদ-৬৬(২)

১। যদি কোন উপযুক্ত আদালত তাকে অপ্রকৃতিস্থ ঘোষণা করে।
২। তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর দায় হতে অব্যাহতি লাভ না করে থাকেন।
৩। তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন তবে ৬৬-২(ক) অনুযায়ী তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করলে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন বলে গন্য হবে না।
৪। তিনি নৈতিক শৃঙ্খলন জনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অনুন্য ২ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তার মুক্তিলাভের পর ৫ বছরকাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে।
৫। তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগ সাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত হয়ে থাকেন।
৬। তিনি কোন আইনের দ্বারা নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হলে।

৬৬(৩) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হবার কারনে প্রজাতন্ত্রের কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হলে গন্য হবে না।

৬৬(৪) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অযোগ্যতা বা ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এম.পি. আসন শূন্য হবে কিনা সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

সংসদের আসন শুন্য হওয়া (Vacation of seats of members) :

৬৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিম্নোক্ত কারনে এম.পি. আসন শূন্য হবে-

ক) তার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে ৯০ দিনের মধ্যে ৩য় তফসীল নির্ধারিত শপথ নিতে অসমর্থ হন।

খ) সংসদের অনুমতি না নিয়ে তিনি একাধিক ক্রমে ৯০ বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন।

গ) সংসদ ভেঙ্গে যায়।

ঘ) ৬৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তিনি অযোগ্য হন।

ঙ) ৭০ নং অনুচ্ছেদের পরিস্থিতি উদ্ভব হয়।

৬৭(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন এম.পি, স্পীকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারেন।

৬৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি শপথ গ্রহণ করার পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোটদান করিলে তিনি প্রতিদিনের অনুরূপ কার্যের জন্য প্রজাতন্ত্রের নিকট দেনা হিসাবে উসুলযোগ্য এক হাজার টাকা করিয়া অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৭০ নং অনুচ্ছেদ (Floor Crossing) কোন নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোন ব্যক্তি এম.পি. নির্বাচিত হলে- তিনি যদি তার দল ত্যাগ করেন বা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দেয় তাহলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে, তবে তিনি এই কারনে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য হবার অযোগ্য হবেন না।

৭২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করবেন। প্রথম বৈঠকের স্থান ও সময় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের ৩০ দিনের মধ্যে। সংসদের ২য় অধিবেশনের মধ্যবর্তী বিরতি সময় ৬০ দিনের অতিরিক্ত হবে না।

৭৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী

রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান ও বাণী প্রেরণ করতে পারবেন।

৭৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী

- কোন সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সংসদ একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করিবেন, এবং এই দুই পদের যে কোনটি শূন্য হইলে সাত দিনের মধ্যে কিংবা ঐ সময়ে সংসদ বৈঠকরত না থাকিলে পরবর্তী প্রথম বৈঠকে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে নির্বাচিত করিবেন।
- স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের পদ শুন্য হবে, যদি
  - সংসদ সদস্য না থাকেন
  - মন্ত্রী হন
  - পদত্যাগ (২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠ)
  - নিজেই পদত্যাগ
- স্পিকারের জায়গায় ডেপুটি স্পিকার

৭৫(২) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী

যদি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয় যে, অনুন্য ৬০ জন এম.পি. উপস্থিত নেই তবে তিনি ৬০ জন এম.পি. উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখবেন বা মুলতবি করিবেন (কোরাম)।

৭৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ন্যায়পাল

- সংসদ ন্যায়পাল পদ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।
- যেকোনো তদন্ত পরিচালনা (মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী)
- দায়িত্বপালনে বাৎসরিক রিপোর্ট

৭৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী
সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি
সংসদীয় বিশেষাধিকার (Parliamentary Privilege), পরম বিশেষাধিকার (Absolute Privilege)।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

১। **সরকার গঠন:**
- জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের নেতা বা নেত্রীকে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান **[অনুচ্ছেদ-৫৬(৩)]**।
- জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবার পর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের একমাত্র দায়িত্ব হলো প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়নকে অনুমোদন দান করা। প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়নকে অনুমোদনের পর প্রধানমন্ত্রী তার দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। অবশ্য যেটি মন্ত্রীদের এক দশমাংশ সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নিতে পারবেন। **(অনুচ্ছেদ-৫৬)**

২। **শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ:** সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদের অন্যতম কাজ হলো শাসন বিভাগ তথা মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণ করা। **অনুচ্ছেদ-৫৫(৩)** অনুযায়ী মন্ত্রীসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবে।

৩। **আইন প্রণয়ন:** সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে বাংলাদেশের আইন প্রণয়নকারী ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত। **(অনুচ্ছেদ-৬৫(১)**।

পঞ্চম ভাগ: বাংলাদেশের আইন বিভাগ (৬৫-৯৩)

৪। সরকারের তহবিল নিয়ন্ত্রণ:

- সংসদের আইন বা উহার কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যায় না **(অনুচ্ছেদ-৮৩)**।
- সরকার প্রতিবছর আয়-ব্যয়ের অনুমিত হিসাব-সম্বলিত ১টি বাজেট সংসদে উপস্থাপন করবে এবং সংসদের অনুমতি ব্যতীত উক্ত বাজেট কার্যকর হবে না **(অনুচ্ছেদ-৮৭)**।
- সকল সরকারী অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ সংসদের আইন দ্বারা কার্যকর করা হবে **(অনুচ্ছেদ-৮৫)**।
- সংযুক্ত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়সমূহ সংসদে আলোচিত হবে। ব্যয় সম্পর্কিত সকল বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি মঞ্জুরী দাবীর আকারে সংসদে উপস্থাপিত হবে এবং সংসদ এরূপ মঞ্জুরী দাবী অনুমোদন কিংবা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে বা উহাতে নির্ধারিত অর্থ হ্রাস করতে পারবে **(অনুচ্ছেদ-৮৯)**।

৫। বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা:

- বিচারপতিদের অপসারণ করতে পারেন। **(অনুচ্ছেদ-৯৬)**
- রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করতে পারেন। **(অনুচ্ছেদ-৫২)**
- সংসদ সদস্যদের অধিকার লঙ্ঘন বা অসাদাচারণের জন্য শাস্তি দিতে পারে (সংসদ কার্যপ্রণালি বিধি)।

৬। নির্বাচক মন্ডলীর কাজ: জাতীয় সংসদ কয়েকটি ক্ষেত্রে নির্বাচক মন্ডলী হিসাবে কাজ করে।
প্রথমত, জাতীয় সংসদের সদস্যগণ প্রকাশ্য ভোটে President নির্বাচিত করবে।
দ্বিতীয়ত, সংসদ উহার সদস্যদের মধ্য থেকে একজন স্পিকার ও একজন ডিপুটি স্পিকার নির্বাচন করে **(অনুচ্ছেদ-৭৪)**।

২য় পরিচ্ছেদ- আইনপ্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি

৮০ নং অনুচ্ছেদঃ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

১) প্রস্তাব বিল আকারে
২) বিল গৃহীত হলে সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ
৩) ১৫ দিনের মধ্যে সম্মতি/ফেরত, অন্যথায় গৃহীত।
৪) রাষ্ট্রপতি ফেরত পাঠালে পুনর্বিবেচনা
৫) রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলে তা আইনে পরিণত

৮১ নং অনুচ্ছেদঃ অর্থবিল

১) অর্থবিল বলতে
   - কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ
   - ঋণগ্রহণ বা গ্যারান্টি দান (সরকার কর্তৃক)
   - সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ
   - সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় আরোপ
   - প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব
২) জরিমানা বা অন্য অর্থদণ্ড আরোপ বা রদবদল
৩) রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার সময় স্পিকার তা অর্থবিল হিসেবে সার্টিফিকেট দিবে।

পঞ্চম ভাগ: বাংলাদেশের আইন বিভাগ (৬৫-৯৩)

৮৪ নং অনুচ্ছেদঃ সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব

১) প্রাপ্ত রাজস্ব, গৃহীত ঋণ, ঋণপরিশোধ হতে প্রাপ্ত সকল অর্থ "সংযুক্ত তহবিল"
২) সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল সরকারী অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে।

৯১ নং অনুচ্ছেদঃ সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরি

কোন অর্থ বছর প্রসঙ্গে যদি দেখা যায় যে,
ক) কোন কর্মবিভাগের জন্য অনুমোদিত ব্যয় অপর্যাপ্ত
খ) অনুমোদিত অর্থের অধিক অর্থ ঐ বছর ব্যয় হয়েছে
তবে উপরি অর্থ সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরি থেকে ব্যয় করা যাবে, রাষ্ট্রপতি এই অর্থে সম্মতি জ্ঞাপন করবেন।

৯৩ নং অনুচ্ছেদঃ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা

[সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় বা অধিবেশনকাল ব্যতীত]
১) রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারেন। প্রণীত অধ্যাদেশ আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে। তবে শর্ত হল, কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা যাবে না,
ক) আইনসঙ্গত নয়।
খ) সংবিধানের বিধান পরিবর্তিত
গ) পূর্বে প্রণীত অধ্যাদেশের কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়।
২) অধ্যাদেশ জারী হবার পর প্রথম বৈঠকে উপস্থাপিত হবে, ৩০ দিন পর বাতিল।
৩) অধ্যাদেশ দ্বারা সংযুক্ত তহবিল থেকে ব্যয়ভার গ্রহণ।
৪) ৩ দফায় জারিকৃত অধ্যাদেশ সংসদের প্রথম বৈঠকে উপস্থাপিত হবে।

POLL QUESTION-02

➲ ‘সংসদের আইন ছাড়া কর আরোপ করা যাবে না’- কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত?

(a) ৮৩ নং

(b) ৮৪ নং

(c) ৮৫ নং

(d) ৮৬ নং

সংসদের আর্থিক ও তত্ত্বাবধায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি

আধুনিক রাষ্ট্র সমূহে আইনসভা জনগণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সংসদের আইন বা উহার কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যায় না **(অনুচ্ছেদ: ৮৩)**।

সরকার প্রতিবছর আয় ব্যয়ের অনুমিত হিসাব সম্বলিত একটি বাজেট সংসদে উপস্থাপন করবে এবং সংসদের অনুমোদন ব্যতীত উক্ত বাজেট কার্যকর হবে না (অনু: ৮৭)। সকল সরকারী অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ সংসদের আইন দ্বারা করা হবে **(অনুচ্ছেদ: ৮৫)**।

সংযুক্ত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়সমূহ সংসদে আলোচিত হবে। ব্যয় সম্পর্কিত সকল বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি মঞ্জুরী দাবীর আকারে সংসদে উপস্থাপিত হবে এবং সংসদ এরূপ মঞ্জুরী দাবী অনুমোদন কিংবা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে কিংবা উহাতে নির্ধারিত অর্থ হ্রাস করতে পারবে **(অনুচ্ছেদ: ৮৯)**।

সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদের একটি মৌলিক কাজ হলো সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার শক্তিশালী মাধ্যম হলো সংসদের কমিটি ব্যবস্থা। সংসদের স্থায়ী কমিটি (Standing Committees) গুলো সংসদের পুরো সময়ের জন্য গঠিত হয়ে থাকে আর অস্থায়ী বা বিশেষ কমিটি (Ad-hoc বা Special Committee) গুলো বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সংসদে রিপোর্ট দেয়ার জন্য গঠিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটি গুলোার উৎস দুই ধরনের। প্রথমত, সংবিধান এবং দ্বিতীয়ত, সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি।

সংসদের আর্থিক ও তত্ত্বাবধায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি

সংবিধানের **৭৬(১) নং অনুচ্ছেদে** বলা হয়েছে যে, সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে সদস্য নিয়ে নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহে নিয়াগ করা হবে।

ক) সরকারি হিসাব কমিটি (Public Accounts Com.)

খ) বিশেষ অধিকার কমিটি (Committee of Privileges)

(গ) সংসদের কার্যপ্রণালি বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যতম স্থায়ী কমিটি (Other comm, under the rules of procedure)

আবার, **৭৬(২) নং অনুচ্ছেদে** বলা হয়েছে যে, উপরিউক্ত ৩ ধরনের কমিটি ছাড়াও সংসদ অন্যন্য স্থায়ী কমিটি নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য নিয়োগ করতে পারবে।

(ক) খসড়া বিল অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা।

(খ) আইনের বধবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহনের প্রস্তাব করা।

(গ) কোন মন্ত্রণালয় বা প্রশাসনের কার্য বা প্রশাসন সম্পর্কে অনুসন্ধান বা তদন্ত করা

(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

সংসদের কার্যপ্রণালি বিধি (RULES OF PROCEDURE)

সংসদের কার্য প্রনালী বিধির ১৮৭-২৬৬নং বিধিগুলোতে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এই বিধিগুলোতে দেখা যায় যে, সর্বমোট ১৪ ধরনের কমিটি গঠনের বিধান উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে ২টি হলো পূর্বে বর্ণিত সরকারী হিসাব কমিটি এবং বিশেষ অধিকার সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি। ২৪৬-২৪৮নং বিধিতে বর্ণিত অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি বলতে বোঝায় যে, প্রত্যেক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত একটি স্থায়ী কমিটি থাকবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের **৭৫ অনুচ্ছেদের** (১) দফার (ক) উপ-দফার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১লা এপ্রিল ১৯৭৩ তারিখে কার্যপ্রণালি বিধি প্রণয়ন করেন। প্রথম জাতীয় সংসদের ২২ জুলাই ১৯৭৪ তারিখের বৈঠকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে কার্যপ্রণালি বিধি সংসদে বিবেচিত ও গৃহীত হয়, যা ২৩ জুলাই ১৯৭৪ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট প্রকাশিত হয়।

কার্যপ্রণালি বিধিতে মোট ২৯টি অধ্যায়, ৩১৮টি বিধি ও ৪টি তফসিল আছে।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ

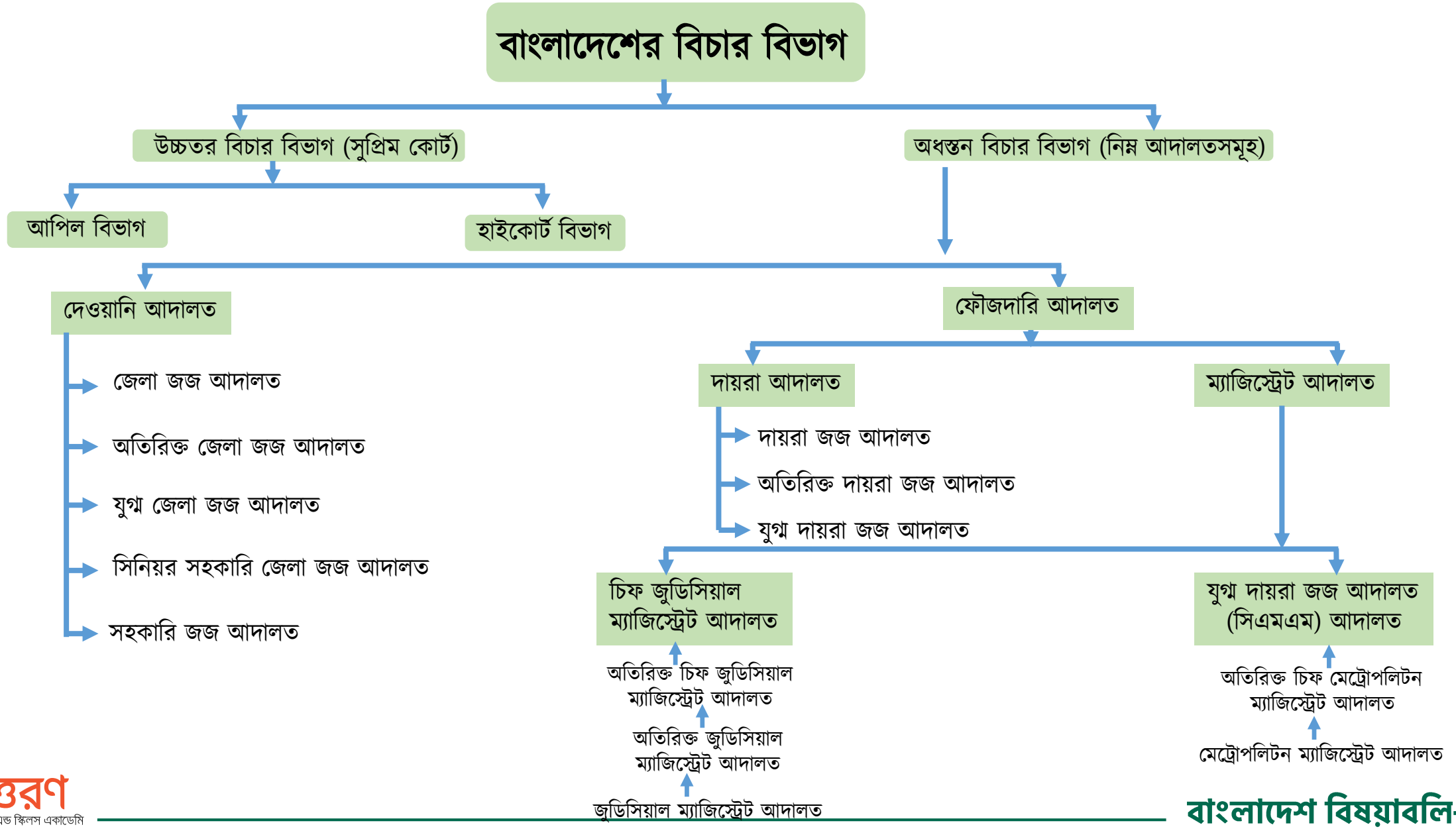
বাংলাদেশের বিচার বিভাগ
উচ্চতর বিচার বিভাগ (সুপ্রিম কোর্ট)
অধস্তন বিচার বিভাগ (নিম্ন আদালতসমূহ)
আপিল বিভাগ
হাইকোর্ট বিভাগ
দেওয়ানি আদালত
ফৌজদারি আদালত
জেলা জজ আদালত
অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
যুগ্ম জেলা জজ আদালত
সিনিয়র সহকারি জেলা জজ আদালত
সহকারি জজ আদালত
দায়রা আদালত
ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
দায়রা জজ আদালত
অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত
যুগ্ম দায়রা জজ আদালত
চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
যুগ্ম দায়রা জজ আদালত (সিএমএম) আদালত
অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
অতিরিক্ত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

সংসদ সচিবালয়

সংসদ সচিবালয় (Parliament Secretariat)

সংবিধানের **৭৯ অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকবে। সংসদ সচিবালয় কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগে বা দপ্তরের প্রশাসনিক আওতায় থাকবে না।

জাতীয় সংসদ সচিবালয়, আইন, ১৯৯৪ এর ৪ ধারানুযায়ী সংসদ সচিবালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ:

- সংসদ সচিবালয় সংসদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে।
- সংসদ নেতার স্বার্থে পরামর্শক্রমে সংবিধান মোতাবেক সংসদ অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিতকরণ সম্পর্কিত সাচিবিক কার্যাবলি সম্পাদন করবে।
- সংসদ সচিবালয় গ্রন্থাগার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা
- সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ ও অন্যান্য সকল কমিটির সভা আহ্বান, উহাতে সাচিবিক সহায়তা প্রদান ও উহার কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ।
- সংসদের কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ, সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংসদ সদস্যগণের সংসদীয় কার্যাবলি ও দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা
- সংসদ সদস্যগণের আবাসন সম্পর্কিত বিষয়াদির তত্ত্বাবধান
- সংসদের ক্যাফেটেরিয়ার তদারক ও উন্নতি সাধন
- স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, চীফ হুইপ, বিরোধী দলের নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধীদলের উপনেতা, হুইপ ও সংসদ সদস্যগণকে দেয় পারিশ্রমিক ও ভাতাদি প্রদানে সম্পর্কিত কার্যাবলি।

সংসদ সচিবালয়

- সংসদ সদস্য ভবনসমূহের আসবাবপত্র সরবরাহকরণ
- আন্তঃসংসদীয় ইউনিয়ন, কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী এসোসিয়েশন ও সার্কভুক্ত দেশসমূহের পার্লামেন্টের সাথে যোগাযোগ
- সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে আন্তর্জাতিক সংসদীয় কনভেনশন এবং দ্বি-পাশ্বিক ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সাথে সংসদীয় প্রতিনিধি দল বিনিময় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।
- সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য রক্ষিত আবাসিক ভবনসমূহের বরাদ্দ প্রদান
- সংসদ সচিবালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংসদ সচিবালয় সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

এই আইনের ৫ ধারানুযায়ী সংসদ সচিবালয়ের প্রশাসনিক দায়িত্ব স্পিকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। স্পিকার স্বয়ং দায়িত্ব পালন করবেন অথবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন কর্মকর্তার উপর অর্পন করবেন।

এই আইনের ৭ ধারানুযায়ী একটি সংসদ সচিবালয় কমিশন থাকবে যার চেয়ারম্যান হবেন স্পিকার। প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর মনোনীত কোন সংসদ সদস্য, সংসদের বিরোধীদলের নেতা বা তাঁর মনোনীত কোন সদস্য, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা তার মনোনীত সংসদ সদস্য এবং অর্থমন্ত্রী বা তাঁর মনোনীত কোন সংসদ সদস্যকে নিয়ে এই কমিশন গঠিত হবে।

এই কমিশন সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সংখ্যা নির্ধারণ, তাদের সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি এবং উক্ত সচিবালয়ের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও বাজেট বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করবে।

জাতীয় সংসদের সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব

জাতীয় সংসদের সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব	
রাষ্ট্রপতি	জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান, মূলতবি, স্থগিত ও ভেঙ্গে দেয়ার এখতিয়ার রাখেন।
স্পিকার	জাতীয় সংসদে/আইনসভার সভাপতি। নিয়মিত ভাবে অধিবেশন বিল উত্থাপন ও আলোচনার সুযোগ করে দেয়া। প্রয়োজনে কাস্টিং ভোট প্রদান ক্ষমতা রয়েছে। সংসদীয় কার্য উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি।
ডেপুটি স্পিকার	স্পিকারকে অধিবেশন পরিচালনায় সহযোগিতা করা। স্পিকারের অনুপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের সভাপতিত্ব করা। সংসদীয় স্থায়ী লাইব্রেরী কমিটির সভাপতি।
হুইপ	জাতীয় সংসদের সর্বাত্মক বিধি অনুযায়ী শৃংখলা রক্ষা করা এবং দলীয় ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখা।
প্রধানমন্ত্রী	জাতীয় সংসদের নেতা।

সুপ্রিম কোর্টের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ মূলত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত:
১) উচ্চতর বিচার বিভাগ (সুপ্রীম কোর্ট)
২) অধস্তন বিচার বিভাগ (নিম্ন আদালতসমূহ)

বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয় ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর। এই সংবিধানের **৯৪(১) অনুচ্ছেদে** বলা হয়েছে যে, 'বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট' নামে বাংলাদেশে একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকবে। ইহার দু'টি বিভাগ: (ক) হাইকোর্ট বিভাগ এবং (খ) আপীল বিভাগ।

সংবিধানের **৯৪(২) অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী প্রধান বিচার পতি (যিনি বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নামে অভিহিত হবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নির্ধারণ করবেন সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক নিয়ে সুপ্রীম কোট গঠিত হবে।

৯৪(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয় যে,প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারপতিগন কেবল আপীল বিভাগে এবং অন্যান্য বিচার পতিগণ হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন।

সংবিধানের **১০০ অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী রাজধানী ঢাকায় সুপ্রীমকোটের স্থায়ী আসন থাকবে। তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ক্রমে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করবেন, সে স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোট বিভাগের অধিবেশন বসতে পারবে।

বিচারপতিগণের নিয়োগ, মেয়াদ, অপসারণ

বিচারপতিগণের নিয়োগ:

সংবিধানের **৯৫নং অনুচ্ছেদ** অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। কোন ব্যক্তিকে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ লাভ করতে হলে তাকে নিম্নলিখিত ২টি যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

(১) তাঁকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

(২) (ক) তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের Advocate হিসেবে অন্যুন ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে, অথবা,

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে বিচার বিভাগীয় পদে তাঁর কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা,

(গ) সুপ্রিম কোর্টে বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা থাকতে হবে।

বিচারকদের পদের মেয়াদ:

৯৬(১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, কোন বিচারপতি ৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে **৯৬(৪) নং অনুচ্ছেদে** বলা হয়েছে যে, কোন বিচারপতি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগাযোগ পদত্যাগ করতে পারবেন।

বিচারকগনের অপসারণ:

- ১৬তম সংশোধনীর মাধ্যমে ৯৬নং অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হয়েছে। **৯৬(২) নং অনুচ্ছেদে** বলা হয়েছে যে, প্রমানিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারনে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যুন ২/৩ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাব ক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারপতিকে অপসারণ করা যাবে না।
- **৯৬(৩) নং অনুচ্ছেদে** বলা হয়েছে যে, অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করবেন।

বিচার বিভাগ

১০৭ নং অনুচ্ছেদঃ সুপ্রিম কোর্টের বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা

১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন

২) ক্ষমতা প্রয়োগের ভার

১০৮ নং অনুচ্ছেদঃ "কোট অব রেকর্ড" রূপে সুপ্রিম কোর্ট

ইহার অবমাননায় তদন্তের আদেশ দান বা দণ্ডাদেশ দানের ক্ষমতাসহ আইন সাপেক্ষে আদালত সকল ক্ষমতার অধিকারী।

৩য় অনুচ্ছেদঃ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

১১৭ নং অনুচ্ছেদঃ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ

১) সংসদ আইনের দ্বারা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত কোর্টে পারবেন

ক) প্রজাতন্ত্রের করমে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য

খ) সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা (সরকারের)

গ) ১০২ অনুচ্ছেদের দফা (৩)

২) এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রশাসনিক ট্রাইব্যূনাল হবে অন্য কোন আদালত কোন কার্যধারা গ্রহণ করবেন।

POLL QUESTION-03

➲ বিচারকগণের ক্ষমতা সম্পরকে বলা হয়েছে কোন অনুচ্ছেদে?

(a) ৯৭

(b) ৯৮

(c) ৯৯

(d) ১০০

এক নজরে তফসিল

প্রথম তফসিল	অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন
দ্বিতীয় তফসিল	রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (বিলুপ্ত)
তৃতীয় তফসিল	শপথ ও ঘোষণা
চতুর্থ তফসিল	ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানবলি
পঞ্চম তফসিল	৭১’ এর ৭ মার্চের ভাষণ
ষষ্ঠ তফসিল	স্বাধীনতার ঘোষণা
সপ্তম তফসিল	৭১’ এর ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকরী হয়েছে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। বিগত ৪৪ বছর সংবিধানে মোট ১৭টি সংশোধনী আনীত হয়েছে। উক্ত সংশোধনীগুলোর মাধ্যমে সংবিধানকে পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও একটি আদর্শ সংবিধানে রূপান্তরের প্রয়াস চালানো হয়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্রের সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামো এবং জনগোষ্ঠির আশা আকাঙ্ক্ষা, চেতনা, চাহিদা, মূল্যবোধ ইত্যাদিরও পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তিত চাহিদার সাথে সঙ্গতি বিধান করার জন্য সংবিধানের সংশোধন বা পরিবর্তন আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। সে সূত্রে বাংলাদেশের সংবিধানে যে ১৭টি সংশোধনী আনা হয়েছে, সে গুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

প্রথম সংশোধনী:

অনুমোদিত হয় ১৫ জুলাই, ১৯৭৩। উত্থাপনকারী আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।

৯৩ হাজার যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য গণ বিরোধীদের বিচারের বিধান নিশ্চিত করাই ছিল এই সংশোধনীর উদ্দেশ্য।

গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতা বিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দি আটক বা দন্ডদানের বিধান সংবিধানের কোন বিধানের সাথে অসামঞ্জস্য হইলে ও এই কারণে বাতিল বা বে আইনী বলে গণ্য হইবে না।

প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে ৪৭(৩) অনুচ্ছেদে সংযোজন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য এই বিধান নেয়া হইল।

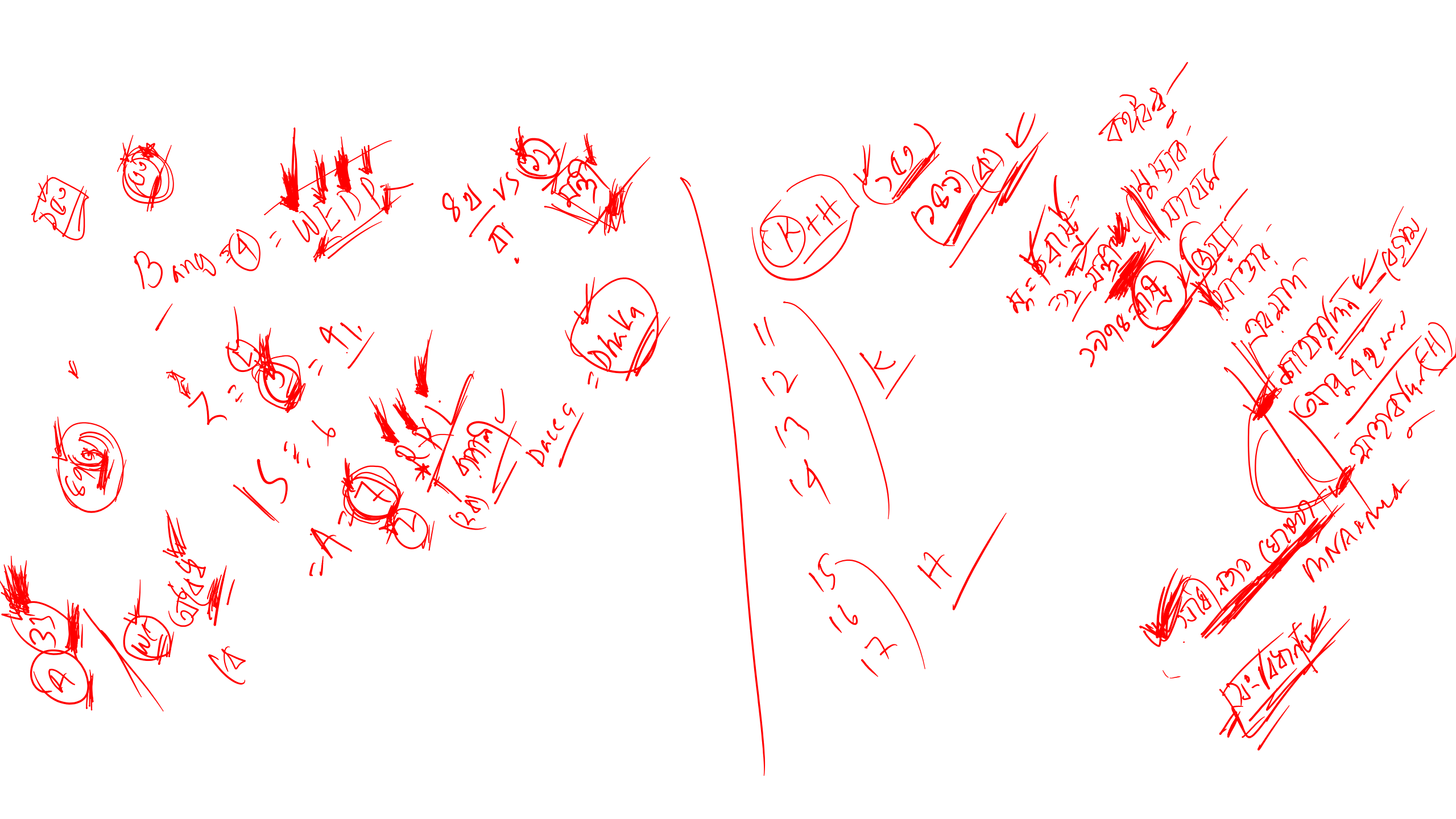

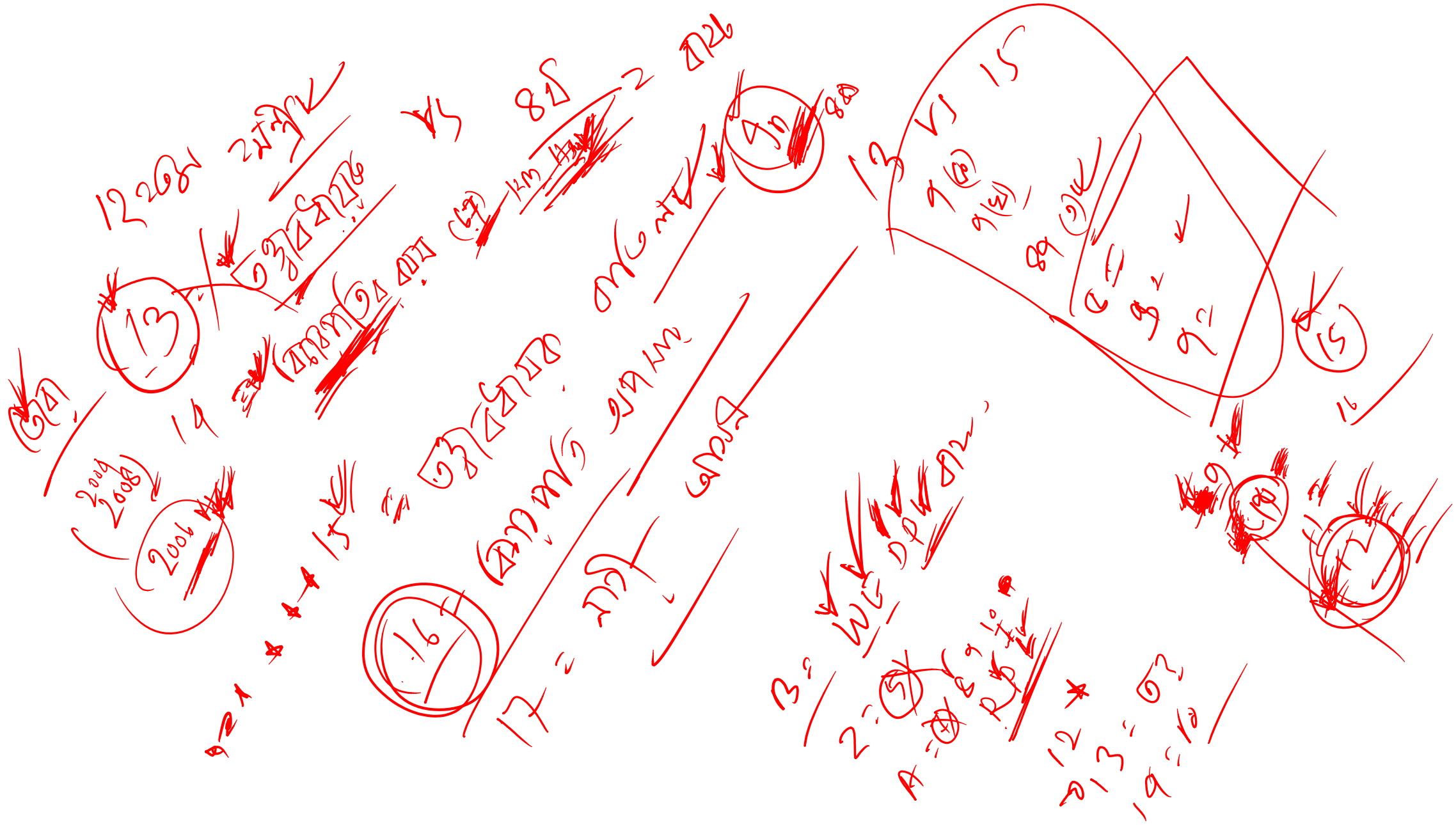

সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

দ্বিতীয় সংশোধনী:

অনুমোদিত হয় ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩। উত্থাপনকারী আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।

সংবিধানের ৩৩নং অনুচ্ছেদ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হয়।

১. গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথা সম্ভব শীঘ্রই গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে। তাকে মনোনীত আইনজীবির সহিত পরামর্শের ও তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে।

২. গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুকে গ্রেপ্তারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে (যাতায়ত সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতিরেকে তাহাকে তদারিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।

এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে নতুন ৯ (ক) ভাগের সংযোজন করা হয়- জরুরী বিধানাবলি নামে।

১৪১ (ক) (১): যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন হইলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন।

১৪১ (খ): জরুরী অবস্থার সময় সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদ অর্থাৎ ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ অনুচ্ছেদ সমূহের বিধান স্থগিত থাকবে।

১৪১ (গ): তৃতীয়ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করণের জন্য আদালতে মামলা করার অধিকার জরুরী অবস্থার সময় স্থগিত থাকবে।

সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

তৃতীয় সংশোধনী:

অনুমোদিত হয়- ২৮ নভেম্বর, ১৯৭৪। উত্থাপনকারী আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।
এই সংশোধনী একটি বাস্তব অবস্থায় প্রেক্ষিত করা হয়েছিল। ১৯৭৪ সালের ১৬ই মে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সীমান্ত চুক্তি সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যবর্তী ভূ-সীমানা নির্ধারণের পর সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা দরকার যে তারিখ বর্ণনা করেন সেই তারিখ হইতে উক্ত বিজ্ঞপ্তির বর্ণিত অন্তর্ভুক্ত এলাকা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার অংশ হইবে এবং বর্হিভূত এলাকা উহার অংশ হইবে না।

চতুর্থ সংশোধনী:

অনুমোদিত হয় ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫। উত্থাপনকারী আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর।

- সংসদীয় পদ্ধতি পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু করে।
- রাষ্ট্রপতিকে Impeachment এর মাধ্যমে অপসারণের পদ্ধতি মারাত্মকভাবে জটিল করে। প্রস্তাব আনতে প্রয়োজন দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন এবং পাস করতে লাগবে তিন-চতুর্থাংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে সংবিধানের উপরে স্থান দেওয়া হলো।
- বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন যিনি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে নির্ধারিত হইবেন এবং উপ-রাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবে।
- ১১৬ (ক) এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন।
- ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে ১১৭ (ক) অনুচ্ছেদ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি ১৯৭৫ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ (বাকশাল) নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এর ফলে দেশের অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘটে।
- ১৯৭৫ সালের জুন মাসে সরকার সংবাদপত্র অধ্যাদেশ জারী করে এবং ৪টি সংবাদপত্র দৈনিক বাংলা, ইত্তেফাক, Bangladesh Times, Bangladesh Observer) ব্যতীত সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

পঞ্চম সংশোধনী: অনুমোদিত হয় ৬ এপ্রিল, ১৯৭৯ (বাতিল)। উত্থাপনকারী শাহ আজিজুর রহমান।
১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পর্যন্ত সকল সামরিক কর্মকান্ডকে বৈধতা দেওয়া হয়। ১৯৭৮ সালের দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশের দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয় গৃহীত হয়।

- সংবিধানের প্রস্তাবনার উপরে "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম" সংযোজন করা হয়।
- 'বাঙালী' জাতিকে 'বাংলাদেশী' নামে আখ্যায়িত করা হয়।
- অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাতিল করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে রাষ্ট্রীয় সকল কাজের ভিত্তি বলে ঘোষণা করা হয়।
- অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সমাজতন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, সমাজতন্ত্র বলতে বুঝাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার।

৬ষ্ঠ সংশোধনী:
অনুমোদিত হয় ১০ জুলাই, ১৯৮১। উত্থাপনকারী শাহ আজিজুর রহমান
প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যার পর উপ-রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রপতির পদ পূরণের জন্য ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। B.N.P যখন উনাকে মনোনয়ন দেয় তখন সাংবিধানিক জটিলতা দেখা যায়।
এই সংশোধনীর মাধ্যমে ৫১নং অনুচ্ছেদের (৪), (৫) ও (৬) দফা প্রতিস্থাপিত করে নিম্নরূপ বিধান করা হয়:

- রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকা পর্যন্ত অনুরূপ সংসদ সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না।
- কোন সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হইলে রাষ্ট্রপতি কিংবা উপ-রাষ্ট্রপতিরূপে তাহার কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তাহার আসন শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে।

এই সংশোধনীর পূর্বের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি President পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন না। [অনু: ৬৬ (২)]

সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

সপ্তম সংশোধনী: অনুমোদিত হয় ১১ নভেম্বর, ১৯৮৬ (বাতিল)। উত্থাপনকারী আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলাম।

১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়। মাত্র ১২৮ দিন পর ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনাবাহিনী প্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সাত্তার ক্ষমতাচ্যুত হলেন। সারাদেশে সামরিক আইন জারী করা হয়।

এই সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে এরশাদের সকল সামরিক কর্মকান্ডকে বৈধতা দান করা হয়।

৮ম সংশোধনী: অনুমোদিত হয় ৯ই জুন, ১৯৮৮। উত্থাপনকারী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ।

- ২(ক) উপ: অনুচ্ছেদ: সন্নিবেশ করে বলা হলো: প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।
- ১০০নং অনুচ্ছেদ: প্রতিস্থাপন করে বলা হয় যে, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর ও সিলেটে- এর একটি করে স্থায়ী বেঞ্চ থাকবে। ১৯৮৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর Appellate Division এক রায়ের মাধ্যমে ইহা সংবিধান বিরোধী বলে বাতিল ঘোষণা করে।

নবম সংশোধনী: অনুমোদিত হয় ১১ জুলাই, ১৯৮৯। সংসদ নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ।

৪র্থ সংশোধনীতে বিধান ছিল President একজন Vice President নিয়োগ করিবেন এবং একজন ব্যক্তি যতবার ইচ্ছা President হতে পারবেন।

- রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি উভয়েরই মেয়াদ হবে ৫ বছর।
- কোন ব্যক্তি একাধিক্রমে ২ মেয়াদের বেশী রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।
- রাষ্ট্রপতি বা উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন একই তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।
- উপ-রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচকমন্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

দশম সংশোধনী: অনুমোদিত হয় ২৩ জুন, ১৯৯০। উত্থাপনকারী আইন ও বিচারমন্ত্রী হাবিবুল ইসলাম।
আগামী ১০ বছরের জন্য নারী আসন ৩০টি করা হয়।

একাদশ সংশোধনী: অনুমোদিত হয় ১০ আগষ্ট, ১৯৯১। উত্থাপনকারী আইন ও বিচার মন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ।
উপ-রাষ্ট্রপতি পদে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নিয়োগ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও পুনরায় প্রধান বিচারপতি পদে প্রত্যাবর্তন বৈধকরণের জন্য এই সংশোধনী আনা হয়।

দ্বাদশ সংশোধনী: অনুমোদিত হয় ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১। উত্থাপনকারী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

- সংসদীয় বা মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা।
- প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার বিধান।
- মন্ত্রীদের Floor Crossing দায়িত্ব।

ত্রয়োদশ সংশোধনী: অনুমোদিত হয় ২৮ শে মার্চ, ১৯৯৬ (বাতিল)। উত্থাপনকারী শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার।
নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে অবাধ, সুষ্ঠু সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- অনুচ্ছেদ ৫৮(খ): সংসদ ভেঙ্গে গেলে বা সংসদের মেয়াদ শেষ হলে নতুন সংসদের প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণের তারিখ পর্যন্ত।
- অনুচ্ছেদ ৫৮(গ): নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন/উপদেষ্টাগণ।
- অনুচ্ছেদ ৫৮(ঘ): নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলি
  - অন্তর্বর্তীকালীন সরকার
  - সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন
  - কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন না।

সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

চতুর্দশ সংশোধনী: অনুমোদিত হয় ১৭ মে, ২০০৪। উত্থাপনকারী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ।

- অনুচ্ছেদ ৬৫: সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫টি।
- অনুচ্ছেদ ১৪৮: সংসদ নির্বাচনের ফল সরকারী গেজেট হওয়ার পর পরবর্তী ৩ দিনের মধ্যে স্পিকার শপথ বাক্য পাঠ করাতে বাধ্য হলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এই শপথ পাঠ পরিচালনা করিবেন।
- অনুচ্ছেদ ৯৬: বিচারপতিদের বয়সসীমা ৬৫ থেকে ৬৭ করা হয়েছে।
- অনুচ্ছেদ ১২৯: মহা হিসাব নিরীক্ষক দায়িত্ব গ্রহণ হতে ৫ বছর বা তার বয়স ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়া। এর মধ্যে যেটা আগে পূর্ণ হবে সেই কাল পর্যন্ত সেই পদে বহাল থাকিবেন।

পঞ্চদশ সংশোধনী:

- বিল গৃহীত হয়- ৩০ জুন, ২০১১
- রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দেয়- ৩ জুলাই, ২০১১। উত্থাপনকারী আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদ।

- প্রস্তাবনার উপরে- বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে) এর পরে, পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তার নামে- অংশটি সংযোজিত হয়েছে।
- প্রস্তাবনার (৫টি অনু:/ ৫টি প্যারা) দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

  "আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহিদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।"

সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

- **অনুচ্ছেদ ২(ক):** এই অনুচ্ছেদ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হয়েছে-
  "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সম অধিকার নিশ্চিত করিবেন।"
- **অনুচ্ছেদ ৪(ক):** জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয় সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ওমিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।
- **অনুচ্ছেদ ৬(২):** বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।
- **অনুচ্ছেদ ৭(ক):** কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ বা বাতিল বা স্থগিত করিলে বা ইহা করার উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে বা উস্কানি দিলে বা কার্য অনুমোদন বা সমর্থন করিলে তাহা রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে গণ্য হবে এবং তিনি সর্বোচ্চ দন্ডে দন্ডিত হবে।

সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

- **অনুচ্ছেদ ৭(খ):** সংবিধানের ১৪২নং অনুচ্ছেদে যাই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, ২য় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে ৩য় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০নং অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ সমূহের বিধানাবলি সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ বা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে।
- **অনুচ্ছেদ ৮(১):** জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা এই নীতিসমূহ এবং --- এগুলো হতে উদ্ভুত এই ভাবে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি বলে গণ্য হবে।
- **অনুচ্ছেদ ৯:** ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পভাবে সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।
- **অনুচ্ছেদ ১০:** মানুষের উপর মানুষের শোষণ হতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অথনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে হবে।
- **অনুচ্ছেদ ১২:** ধর্ম নিরপেক্ষতানীতি বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে।

সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

- **অনুচ্ছেদ ২৩ (ক):** রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- ২৫ (খ) দফা বাতিল করা হয়েছে।
- ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত
  - নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিলুপ্ত করা হয়েছে।
  - অনুচ্ছেদ ৬৫ সংশোধন করে সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫-৫০টি করা হয়েছে এবং ৯ম জাতীয় সংসদ থেকে কার্যকর করা হয়েছে।
  - ৭০ নং অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত হয়েছে।
- **অনুচ্ছেদ ১১৮:** প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে।
- **অনুচ্ছেদ ১২৩ (৩):** মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে যাবার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে এবং মেয়াদ অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভেঙ্গে ফেলে ভেঙ্গে যাবার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
- **অনুচ্ছেদ ১২৫ (গ):** কোন আদালত নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে এরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে যুক্তি সংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করে অন্তর্বর্তী কোন আদেশ দিবেননা।
- **অনুচ্ছেদ ১৪১ (ক) (১):** জরুরী অবস্থায় মেয়াদ অনধিক ১২০ দিনের জন্য হবে।
- **অনুচ্ছেদ ১৪২** হতে গণভোটের বিধানে বাতিল করা হয়েছে।
- ৩টি নতুন তফসিল সংযোজিত হয়েছে। সেগুলো হলো:
  - ৫ম তফসিল: বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ (১৯৭১)।
  - ৬ষ্ঠ তফসিল: ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত বা ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা কর্তৃক প্রদত্ত স্থাধীনতার ঘোষণা।
  - ৭ম তফসিল: ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারীকৃত ঘোষণাপত্র।

সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

ষোড়শ সংশোধনী:

- সংসদে বিলটি গৃহীত হয় ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪।
- রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতি দেন ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪। উত্থাপনকারী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

- এই সংশোধনীর মাধ্যমে **৯৬নং অনুচ্ছেদ** নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হয়।
  - অনুচ্ছেদ ৯৬ (১): কোন বিচারপতি ৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।
  - অনুচ্ছেদ ৯৬ (২): প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদে মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাব ক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারপতিকে অপসারণ করা যাবে না।
  - অনুচ্ছেদ ৯৬ (৩): অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করবেন।
  - অনুচ্ছেদ ৯৬ (৪): কোন বিচারপতি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন।

সপ্তদশ সংশোধনী:

উত্থাপনকারী: আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক।

একাদশ জাতীয় সংসদে প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে শুরু করে ২৫ বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া পর্যন্ত ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

এক নজরে বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

সংশোধনী	উত্থাপন	গৃহীত	অনুমোদনের তারিখ	বিল/ বিষয়বস্তু
প্রথম	১৯৭৩ সালের ১২ জুলাই	১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই	১৯৭৩ সালের ১৭ জুলাই	• যুদ্ধবন্দি এবং অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিতকরণ।
দ্বিতীয়	১৯৭৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর	১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর	১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর	• জরুরী অবস্থা।
তৃতীয়	১৯৭৪ সালের ২১ নভেম্বর	১৯৭৪ সালের ২৩ নভেম্বর	১৯৭৪ সালের ২৭ নভেম্বর	• বেরুবাড়ী ভারতের কাছে হস্তান্তর।
চতুর্থ	১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি	১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি	১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি	• সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে একদলীয় সরকার ব্যবস্থা চালু। • বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তন।
পঞ্চম	১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিল	১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল	১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল	• বাংলাদেশি নাগরিকতা। • ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা। • মুক্তির সংগ্রামের পরিবর্তে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধ।
ষষ্ঠ	১৯৮১ সালের ১ জুলাই	১৯৮১ সালের ৮ জুলাই	১৯৮১ সালের ৯ জুলাই	• উপ-রাষ্ট্রপতির পদ থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিত করা।
সপ্তম	১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর	১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর	১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর	• এরশাদের সামরিক শাসন।

বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

সংশোধনী	উত্থাপন	গৃহীত	অনুমোদনের তারিখ	বিল/ বিষয়বস্তু
অষ্টম	১৯৮৮ সালের ১১ মে	১৯৮৮ সালের ৭ জুন	১৯৮৮ সালের ৯ জুন	• রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি, ২(ক)। • সুপ্রিমকোর্টের বিকেন্দ্রীকরণ। ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের ছয়টি বেঞ্চ স্থাপন।
নবম	১৯৮৯ সালের ৬ জুলাই	১৯৮৯ সালের ১০ জুলাই	১৯৮৯ সালের ১১ জুলাই	• রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, রাষ্ট্রপতির পদে এক বারের বেশি নয়।
দশম	১৯৯০ সালের ১০ জুন	১৯৯০ সালের ১২ জুন	১৯৯০ সালের ২৩ জুন	• মহিলাদের ৩০ আসন।
একাদশ	১৯৯১ সালের ২ জুলাই	১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট	১৯৯১ সালের ১০ আগস্ট	• সাহাবুদ্দিনের স্বপদে ফিরে যাওয়া।
দ্বাদশ	১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট	১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর	১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর	• রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন। • গণভোট।
ত্রয়োদশ	১৯৯৬ সালের ২১ মার্চ	১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ	১৯৯৬ সালের ২৮ মার্চ	• অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালুকরণ।

বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

সংশোধনী	উত্থাপন	গৃহীত	অনুমোদনের তারিখ	বিষয়বস্তু
চতুর্দশ	২০০৪ সালের ২৭ মার্চ	২০০৪ সালের ১৬ মে	২০০৪ সালের ১৭ মে	• বিচারপতির বয়স ৬৭। • মহিলাদের আসন ৪৫।
পঞ্চদশ	২০১১ সালের ২৫ জুন	২০১১ সালের ৩০ জুন	২০১১ সালের ৩ জুলাই	• ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতি চালুসহ সংবিধান পুনঃমুদ্রণ ও সংশোধন করা। • তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত। • সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫ টি থেকে ৫০ টিতে বৃদ্ধি। • জাতির পিতার স্বীকৃতি ও প্রতিকৃতি সংরক্ষণ। • জাতির পিতার ৭ই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যথাক্রমে ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম তফসিল। • ৮, ৯, ১০, ১২ অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল।
ষোড়শ	২০১৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর	২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর	২০১৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর	• বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে প্রদান। • ষোড়শ সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়।
সপ্তদশ	২০১৮ সালের ১০ এপ্রিল	২০১৮ সালের ৮ জুলাই	২০১৮ সালের ২৯ জুলাই	• একাদশ জাতীয় সংসদে প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে শুরু করে ২৫ বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া পর্যন্ত ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

POLL QUESTION-04

➲ পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধান বাংলাদেশের সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহীত হয়?

(a) ১০ম

(b) ১২শ

(c) ১৩শ

(d) ১৪শ

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

➲ কোন অনুচ্ছেদ বলে বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী পরিবর্তনযোগ্য নয়? [৪১তম বিসিএস]

(ক) অনুচ্ছেদ ৭ (খ) অনুচ্ছেদ ৭ (ক) (গ) অনুচ্ছেদ ৭ (খ) (ঘ) অনুচ্ছেদ ৮

➲ বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধিনীর মূল বিষয় কি ছিল? [৪১তম বিসিএস]

(ক) বহুদলীয় ব্যবস্থা (খ) বাকশাল প্রতিষ্ঠা (গ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার (ঘ) সংসদে মহিলা আসন

➲ সংবিধানের চেতনার বিপরীতে সামরিক শাসনকে বৈধতা দিতে কোন তফসিলের অপব্যবহার করা হয়? [৪১তম বিসিএস]

(ক) ৪র্থ তফসিল (খ) ৫ম তফসিল (গ) ৬ষ্ঠ তফসিল (ঘ) ৭ম সফসিল

➲ সাংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের আলোকে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হয়? [৪১তম বিসিএস]

(ক) অনুচ্ছেদ ২২ (খ) অনুচ্ছেদ ২৩ (গ) অনুচ্ছেদ ২৪ (ঘ) অনুচ্ছেদ ২৫

➲ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে? [৪১তম বিসিএস]

(ক) অনুচ্ছেদ ১৩ (খ) অনুচ্ছেদ ১৮ (গ) অনুচ্ছেদ ২০ (ঘ) অনুচ্ছেদ ২৫

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

➲ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয়- [৪০তম বিসিএস, ২০তম বিসিএস, ১০তম বিসিএস]

(ক) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ (খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ (গ) ৭ মার্চ, ১৯৭২ (ঘ) ২৬ মার্চ, ১৯৭৩

➲ বাংলাদেশের সংবিধান সর্বপ্রথম কোন তারিখে গণপরিষদে উত্থাপিত হয়? [১৪তম বিসিএস]

(ক) ১২ অক্টোবর, ১৯৭২ (খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ (গ) ২৬ মার্চ, ১৯৭৩ (ঘ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৩

➲ বাংলাদেশের রাজধানী কোথায়? [৩৩তম বিসিএস]

(ক) ঢাকা উত্তর (খ) ঢাকা দক্ষিণ (গ) ঢাকা (ঘ) শেরে বাংলা নগর

➲ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন? [২৬তম বিসিএস]

(ক) ৬ (১) (খ) ৬ (২) (গ) ৭ (ঘ) ৮

➲ নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করার বিষয়টি সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে? [৩৯তম বিসিএস]

(ক) অনুচ্ছেদ ২৩ (খ) অনুচ্ছেদ ২৪ (গ) অনুচ্ছেদ২১ (ঘ) অনুচ্ছেদ ২২

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

➲ নিচের কোনটি নাগরিকের দায়িত্ব? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) রাস্তায় ট্রাফিক আইন মেনে চলা
(খ) শিল্প কারখানায় অধিক শ্রমিক নিয়োগ দেয়া
(গ) দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা
(ঘ) রাজনৈতিক সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া

➲ বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) ধারায় বলা হয়েছে "সকল সময়ে চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।" শূন্যস্থান পূরণ করুন। [১৮তম বিসিএস]

(ক) জনগণের সেবা করবার
(খ) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবার
(গ) সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবার
(ঘ) সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবার

➲ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কোন ধারায় সকল নাগরিককে আইনের দৃষ্টিতে সমতার কথা বলা হয়েছে? [৩৮তম, ২৪তম বিসিএস]

(ক) ধারা ২৬
(খ) ধারা ২৭
(গ) ধারা ২৮
(ঘ) ধারা ২৯

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

➲ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন' বলা আছে? [২৭তম বিসিএস]

(ক) ১০ নং অনুচ্ছেদে (খ) ২১ (২) নং অনুচ্ছেদে (গ) ২৭ নং অনুচ্ছেদে (ঘ) ২৮ (২) নং অনুচ্ছেদে

➲ বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ বলে রাষ্ট্র নারী, শিশু বা অনগ্রসর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান তৈরির ক্ষমতা পায়? [২১তম বিসিএস]

(ক) ২৫ (খ) ২৮ (গ) ৪০ (ঘ) ৪২

➲ বেসরকারি বিল কাকে বলে? [২৬তম বিসিএস]

(ক) স্পিকার যে বিলকে বেসরকারি বলে ঘোষণা দেন (খ) সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিল

(গ) বিরোধী দলের সদস্যদের উত্থাপিত বিল (ঘ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত বিল

➲ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে কোরাম হয় কত সদস্যের উপস্থিতিতে? [২৫তম, ২১তম বিসিএস]

(ক) ৫৭ জন (খ) ৬০ জন (গ) ৬২ জন (ঘ) ৬৫ জন

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

➲ বাংলাদেশ সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি কোন অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) ১১০ (খ) ১১৫ (গ) ১১৭ (ঘ) ১২০

➲ প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের বাইরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ এককভাবে করতে পারেন? [২১তম বিসিএস]

(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ (খ) প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

(গ) অডিটর জেনারেল নিয়োগ (ঘ) পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ

➲ দেশের কোনো এলাকাতেই ভোটার হননি এমন ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনে– [৩৮তম বিসিএস]

(ক) নির্বাচন কমিশনের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন

(খ) আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন

(গ) সংশ্লিষ্ট দলীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন

(ঘ) কোনোক্রমেই প্রার্থী হতে পারবেন না

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

➲ বাংলাদেশে কোনো ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স কত? [২০ তম, ১৯তম বিসিএস]

(ক) ১৬ বছর (খ) ১৮ বছর (গ) ২০ বছর (ঘ) ২১ বছর

➲ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'সরকারি কর্ম কমিশন' (PSC) গঠনের উল্লেখ আছে? [৪০তম, ৩৭ তম, ৩১তম, ২২তম বিসিএস]

(ক) ১৩৭ নং অনুচ্ছেদে (খ) ১৩৫ নং অনুচ্ছেদে (গ) ১৩৮ নং অনুচ্ছেদে (ঘ) ১৩৪ নং অনুচ্ছেদে

➲ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সংবিধানের কোন তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? [৪০তম বিসিএস]

(ক) চতুর্থ তফসিল (খ) পঞ্চম তফসিল (গ) ষষ্ঠ তফসিল (ঘ) সপ্তম তফসিল

➲ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানের কততম তফসিলে সংযোজন করা হয়েছে? [৪০তম বিসিএস]

(ক) চতুর্থ (খ) পঞ্চম (গ) ষষ্ঠ (ঘ) সপ্তম

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নাবলি

➲ বাংলাদেশের সংবিধানে মোট কয়টি তফসিল আছে? [৩৯তম বিসিএস]

(ক) ৭ টি (খ) ৮ টি (গ) ৫ টি (ঘ) ৬ টি

➲ সংবিধানের কোন সংশোধনকে 'First distortion of constitution' বলে আখ্যায়িত করা হয়? [৪০তম বিসিএস]

(ক) ৫ম সংশোধন (খ) ৪র্থ সংশোধন (গ) ৩য় সংশোধন (ঘ) ২য় সংশোধন

➲ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে রদ করা হয়েছে? [৩৬তম বিসিএস]

(ক) ১২তম (খ) ১৩তম (গ) ১৪তম (ঘ) ১৫তম

➲ বাংলাদেশের সংবিধানে এখন পর্যন্ত কতটি সংশোধনী আনা হয়েছে? [৩৩তম বিসিএস]

(ক) ১৭ (খ) ১৫ (গ) ২০ (ঘ) ১৯

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়